# প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
# তার জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং ২৭ - অনুগ্রহপূর্বক ইব্রানি ১১ + ফিলিপিয় ৩ অধ্যায় পাঠ করুন।

প্রারম্ভিক প্রশ্ন: যেহেতু পরিত্রাণ এবং চিরন্তন আনন্দই ঈসার সম্বন্ধে, তাই ঈসা ঠিক কী বলেছিলেন যে তার অনুসারীদের ভর্তুকি হবে?

উত্তর:- লূক ১৪:৩৩ শেষে ঈসা বললেন, "সেইভাবে আপনাদের মধ্যে যদি কেউ ভেবে-চিন্তে তার সব কিছু ছেড়ে না আসে তবে সে আমার উম্মত হতে পারে না।

-লূক ১৪:২৫-৩৩ ঈসার সংগে সংগে অনেক লোক যাচ্ছিল। ঈসা সেই লোকদের দিকে ফিরে বললেন, "যে আমার কাছে আসবে সে যেন নিজের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে, ভাই-বোন, এমন কি, নিজেকে পর্যন্ত আমার চেয়ে কম প্রিয় মনে করে। তা না হলে সে আমার উম্মত হতে পারে না। যে লোক নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে আমার পিছনে না আসে সে আমার উম্মত হতে পারে না। "আপনাদের মধ্যে যদি কেউ একটা উঁচু ঘর তৈরী করতে চায় তবে সে আগে বসে খরচের হিসাব করে। সে দেখতে চায়, ওটা শেষ করবার জন্য তার যথেষ্ট টাকা আছে কি না। তা না হলে সে ভিত্তি গাঁথবার পরে যদি সেই উঁচু ঘরটা শেষ করতে না পারে, তবে যারা সেটা দেখবে তারা সবাই তাকে ঠাট্টা করবে। তারা বলবে 'লোকটা গাঁথতে শুরু করেছিল কিন্তু শেষ করতে পারল না।' "যদি একজন বাদশাহ্ অন্য আর একজন বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান তবে তিনি প্রথমে বসে চিন্তা করবেন, 'বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে যিনি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছেন, মাত্র দশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমি তাঁকে বাধা দিতে পারব কি?' যদি তিনি তা না পারেন তবে সেই অন্য বাদশাহ্ দূরে থাকতেই লোক পাঠিয়ে তিনি তাঁর সংগে সন্ধির কথা আলাপ করবেন।" শেষে ঈসা বললেন, "সেইভাবে আপনাদের মধ্যে যদি কেউ ভেবে-চিন্তে তার সব কিছু ছেড়ে না আসে তবে সে আমার উম্মত হতে পারে না।

প্রারম্ভিক থিম: যেহেতু ঈসা মসিহে বিশ্বাস হল আল্লাহর সাথে নিখুঁত আনন্দে অনন্ত জীবনের এক অপরিহার্য প্রয়োজন। তাই আমাদের জানা উচিত কিভাবে কিতাব ঈমানকে সংজ্ঞায়িত করে এবং ঘোষণা করে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও কর্মে রক্ষাকারী ঈমান দেখতে কেমন। আমাদের ইব্রানী ১১ পড়ার মাধ্যমে শুরু করতে চাই। এই অধ্যায়ে পাকরুহ ঈমানদারদের একটি "আংশিক সংজ্ঞা" এর সাথে কথা বলার জন্য স্থির করেছেন। "ঈমানের পূর্ণ সংজ্ঞা" নিয়ে কাজ করা অধিকাংশ আয়াতে সৃষ্টির পর থেকে পুরুষ ও নারীদের দ্বারা বেঁচে থাকা ঈমানের উদাহরণ দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন: ঈসাতে ঈমান আনা কী?

- ইবরানী ১১:১-৩ আমরা যা পাব বলে আশা করে আছি তা যে আমরা পাবই এই নিশ্চয়তাই হল ঈমান। আর সেই ঈমানের দ্বারা আমরা নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারি যে, আমরা যা দেখতে পাচ্ছি না তা আসলে আছে। ঈমানের জন্যই আমাদের পূর্বপুরুষেরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা পেয়েছিলেন। ঈমানের দ্বারাই আমরা বুঝতে পারি যে, আল্লাহ্‌র মুখের কথাতে এই দুনিয়া সৃষ্ট হয়েছিল। তাতে বুঝা যায়, যা আমরা দেখতে পাই তা কোন দেখা জিনিস থেকে সৃষ্ট হয় নি।

- লূক ৬:৪৩-৪৫ "ভাল গাছে খারাপ ফল ধরে না, আবার খারাপ গাছেও ভাল ফল ধরে না। ফল দিয়েই গাছ চেনা যায়। লোকে কাঁটাঝোপ থেকে ডুমুর এবং কাঁটাগাছ থেকে আংগুর তোলে না। ভাল লোক তার অন্তর-ভরা ভাল থেকে ভাল কথাই বের করে আনে, আর খারাপ লোক তার অন্তর-ভরা খারাপী থেকে খারাপ কথা বের করে আনে। মানুষের অন্তর যা দিয়ে পূর্ণ থাকে মুখ তো সেই কথাই বলে।

- লূক ৬:৪৫-৪৯ "তোমরা কেন আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে ডাক, অথচ আমি যা বলি তা কর না? যে কেউ আমার কাছে এসে আমার কথা শোনে এবং সেইমত কাজ করে সে কার মত আমি তা তোমাদের বলি। সে এমন একজন লোকের মত, যে ঘর তৈরী করবার জন্য গভীর করে মাটি কেটে পাথরের উপর ভিত্তি গাঁথল। পরে বন্যা আসল এবং নদীর পানির স্রোত সেই ঘরের উপর এসে পড়ল, কিন্তু ঘরটা নাড়াতে পারল না, কারণ সেটা শক্ত করেই তৈরী করা হয়েছিল। যে আমার কথা শোনে অথচ সেইমত কাজ না করে সে এমন একজন লোকের মত, যে মাটির উপর ভিত্তি ছাড়াই ঘর তৈরী করল। পরে নদীর পানির স্রোত যখন সেই ঘরের উপর এসে পড়ল তখনই সেই ঘরটা পড়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল।"

শুধুমাত্র আমরা কী শিখলাম?

ঈমান হল শুধুমাত্র বিশ্বাস করা সমস্ত কিতাবুল মোকদ্দাসের পিতা আল্লাহ, ইবনুল্লাহ-ইবনুল ইনসান, ঈসা এবং আল্লাহর পাক রুহ সম্পর্কে সত্য বলে ঘোষণা করে। এই ঈমান তখন আমাদের কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হবে যা আমাদের সমস্ত প্রতিবেশীর কাছে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হবে। মসিহ অনুসারী হিসাবে এই জীবনযাপন আমাদের প্রজন্মের লোকেদের জন্য আলো এবং ভালবাসার সাথে ঈসা মসিহের গৌরব নিয়ে আসবে।

- ইউহোন্না ৫:২৪ "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, আমার কথা যে শোনে এবং আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাঁর কথায় ঈমান আনে, তার অনন্ত জীবন আছে। তাকে দোষী বলে স্থির করা হবে না; সে তো মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে।

# প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
# তার জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

- ইউহোন্না ১৪:২৩-২৪ ঈসা তাঁকে জবাব দিলেন, "যদি কেউ আমাকে মহব্বত করে তবে সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলবে। আমার পিতা তাকে মহব্বত করবেন এবং আমরা তার কাছে আসব আর তার সংগে বাস করব। যে আমাকে মহব্বত করে না সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলে না। যে কথা তোমরা শুনছ তা আমার কথা নয় কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতারই কথা।

আমাদের থিম ফ্রেম করতে সাহায্য করার জন্য প্রশ্ন: সমস্ত জিনিসের প্রকৃত মূল্য জানা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? মানুষের হৃদয়ের প্রতিটি ইচ্ছার সামনে "আখেরি" শব্দটি রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

- ২ পিতর ৩:১০ কিন্তু প্রভুর দিন চোরের মত করে আসবে। সেই দিন আসমান হুহু শব্দ করে শেষ হয়ে যাবে এবং চাঁদ-সূর্য-তারা সবই পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই পুড়ে যাবে।

- মার্ক ৮:৩৬ যদি কেউ সমস্ত দুনিয়া লাভ করে তার বিনিময়ে তার সত্যিকারের জীবন হারায় তবে তার কোন লাভ নেই,

সত্য নং ১: সমস্ত মানুষ শেষ হয়ে যাওয়া জিনিস এবং যেগুলি চিরন্তন মূল্যের জিনিসগুলির মধ্যে একটি চিরন্তন পছন্দ করার মুখোমুখি হবে।

সত্য নং ২: এমন কোনও ব্যক্তি কখনও জন্মগ্রহণ করেননি বা কখনও জন্মগ্রহণ করবেন যিনি চির যৌবন, চিরন্তন সম্পদ, শাশ্বত স্বাস্থ্য, চিরস্থায়ী অবস্থান, স্থান বা কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন।

সমস্ত মানবতাকে পৃথিবীতে তাদের জীবদ্দশায় উত্তর দিতে হবে এমন প্রশ্নগুলি অনুসন্ধান করা হচ্ছে: আপনি আখেরি জীবন কোথায় কাটাবেন?

পৌল, অবশ্যই, আমাদের সমস্ত মানুষের মতো এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিল। পৌলের স্পষ্ট উত্তর:

- ফিলিপীয় ৩:৩-১১ আমরাই সত্যিকারের খৎনা-করানো লোক, কারণ আমরা আল্লাহ্‌র রুহের সাহায্যে তাঁর এবাদত করি এবং মসীহ্‌ ঈসাকে নিয়ে গর্ব বোধ করি আর বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর ভরসা করি না। আমি অবশ্য তা করতে পারতাম। যদি কেউ মনে করে যে, আচার-অনুষ্ঠানের উপর ভরসা করবার তার কারণ আছে তবে সে জানুক যে, আমার তার চেয়ে আরও বেশী কারণ আছে। আট দিনের দিন আমাকে খৎনা করানো হয়েছিল; ইসরাইল জাতির মধ্যে বিন্‌ইয়ামীনের বংশে আমার জন্ম; আমি একজন খাঁটি ইবরানী; মূসার শরীয়ত পালনের ব্যাপারে আমি একজন ফরীশী; ধর্মের ব্যাপারে আমি এমন গোঁড়া ছিলাম যে, মসীহের জামাতের উপর আমি জুলুম করতাম; আর আল্লাহ্‌র গ্রহণযোগ্য হবার আশায় মূসার শরীয়ত পালনের ব্যাপারে কেউ আমার নিন্দা করতে পারত না। কিন্তু তাতে আমার যে সব লাভ হয়েছিল মসীহের জন্য আমি এখন সেগুলোকে ক্ষতি বলেই মনে করি। আসলে যাঁর জন্য আমি এই সব ক্ষতি স্বীকার করেছি আমার সেই হযরত ঈসা মসীহকে জানবার মধ্যে যে তুলনাহীন দোয়া রয়েছে, তার পাশে আর সব কিছুকেই আমি ক্ষতি বলে মনে করি। মসীহ্‌কে যাতে আমি লাভ করতে পারি এবং আমাকে যাতে মসীহের সংগে যুক্ত দেখা যায় সেইজন্য আমি সেগুলোকে আবর্জনা বলে মনে করি। শরীয়ত পালন করবার দরুন যে আমি ধার্মিক তা নয়, কিন্তু মসীহের উপর ঈমানের দরুন আল্লাহ্‌ আমাকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেছেন। এই ধার্মিকতা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে এবং তা ঈমানের উপর ভরসা করে। আমি মসীহ্‌কে জানতে চাই এবং যে শক্তির দ্বারা তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছিল সেই শক্তিকে জানতে চাই। আমি তাঁর দুঃখ-কষ্টের ভাগী হতে চাই। মোট কথা, যে মনোভাব নিয়ে তিনি মরেছিলেন আমিও সেই রকম মনোভাব পেতে চাই। সেইজন্য যা-ই হোক না কেন আমি নিশ্চয়ই মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠব।

---

একটি মর্মান্তিক ভুল ধারণা আছে যে কিছু লোক মসিহকে অনুসরণ করার বিষয়ে ঘোষণা করে: মসিহ ঈসা সবই দিয়েছেন! ঈসার কাছে আসুন - এতে আপনার কোন খরচ হবে না!"

সত্য ঠিক বিপরীত: ঈসা মসিহ অনুসরণ অনেক কিছু খরচ হবে! আমাদের সার্বভৌম প্রভু, ত্রাণকর্তা এবং বন্ধু হিসাবে তিনি বেছে নেওয়ার জন্য আমাদের যা কিছু আছে এবং তিনি আমাদের হাতে যা কিছু রেখেছেন তা ঈসাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের "নতুন জন্মের অভিজ্ঞতায়" আমাদের ইচ্ছার দ্বারা এই খরচ প্রমাণিত হবে।

সত্য নিশ্চিত করা:

- মথি ১০:৩২-৩৮ "যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে স্বীকার করে আমিও আমার বেহেশতী পিতার সামনে তাকে স্বীকার করব। কিন্তু যে কেউ মানুষের সামনে আমাকে অস্বীকার করে আমিও আমার বেহেশতী পিতার সামনে তাকে অস্বীকার করব। "আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি এই কথা মনে কোরো না। আমি শান্তি দিতে আসি নি বরং মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি; ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, স্ত্রীকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি। একজন মানুষের নিজের পরিবারের লোকেরাই তার শত্রু হবে। "যে কেউ আমার চেয়ে পিতা-মাতাকে বেশী

ভালবাসে সে আমার উপযুক্ত নয়। আর যে কেউ ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়ে বেশী ভালবাসে সে আমার উপযুক্ত নয়। যে নিজের ক্রুশ নিয়ে আমার পথে না চলে সে-ও আমার উপযুক্ত নয়।

- লূক ৯:২৩-২৭ তারপর তিনি সবাইকে বললেন, "যদি কেউ আমার পথে আসতে চায়, তবে সে নিজের ইচ্ছামত না চলুক; প্রত্যেক দিন নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে সে আমার পিছনে আসুক। যে কেউ তার নিজের জন্য বেঁচে থাকতে চায় সে তার সত্যিকারের জীবন হারাবে; কিন্তু যে আমার জন্য তার প্রাণ হারায় সে তার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে। যদি কেউ সমস্ত দুনিয়া লাভ করে তার বিনিময়ে তার সত্যিকারের জীবন হারায় তবে তার কি লাভ হল? যদি কেউ আমাকে নিয়ে ও আমার কথা নিয়ে লজ্জা বোধ করে, তবে ইব্‌নে-আদম যখন নিজের মহিমা এবং পিতা ও পবিত্র ফেরেশতাদের মহিমায় আসবেন তখন তিনিও সেই লোকের সম্বন্ধে লজ্জা বোধ করবেন। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এখানে এমন কয়েকজন আছে যাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাজ্য দেখা না দেওয়া পর্যন্ত তারা কোনমতেই মারা যাবে না।"

আমরা খ্রিস্টানরা ঈসার কাছে এর বিনিময়ে কী পেতে পারি?

আসুন আমরা পড়ি যে পল দৃঢ়ভাবে এমন শব্দের মাধ্যমে কী ঘোষণা করেছেন যা আল্লাহর পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল যিনি কখনও মিথ্যা বলতে পারেন না:

- রোমীয় ৮:১২-১৭ সেইজন্য ভাইয়েরা, আমরা ঋণী, কিন্তু সেই ঋণ গুনাহ্-স্বভাবের কাছে নয়। গুনাহ্-স্বভাবের অধীন হয়ে আর আমাদের চলবার দরকার নেই। যদি তোমরা গুনাহ্-স্বভাবের অধীনে চল তবে তোমরা চিরকালের জন্য মরবে। কিন্তু যদি পাক-রুহের দ্বারা শরীরের সব অন্যায় কাজ ধ্বংস করে ফেল তবে চিরকাল জীবিত থাকবে, কারণ যারা আল্লাহ্‌র রুহের পরিচালনায় চলে তারাই আল্লাহ্‌র সন্তান। তোমরা তো গোলামের মনোভাব পাও নি যার জন্য ভয় করবে; তোমরা আল্লাহ্‌র রুহকে পেয়েছ যিনি তোমাদের সন্তানের অধিকার দিয়েছেন। সেইজন্যই আমরা আল্লাহ্‌কে আব্বা, অর্থাৎ পিতা বলে ডাকি। পাক-রুহ্‌ও নিজে আমাদের দিলে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান। আমরা যদি সন্তানই হয়ে থাকি তবে আল্লাহ্ তাঁর সন্তানদের যা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন আমরা তা পাব। মসীহ্‌ই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তা পাবেন আর আমরাও তাঁর সংগে তা পাব, কারণ আমরা যদি মসীহের সংগে কষ্টভোগ করি তবে তাঁর সংগে মহিমারও ভাগী হব।

- রোমীয় ৮:৩১-৩৯ তাহলে এই সব ব্যাপারে আমরা কি বলব? আল্লাহ্ যখন আমাদের পক্ষে আছেন তখন আমাদের ক্ষতি করবার কে আছে? আল্লাহ্ নিজের পুত্রকে পর্যন্ত রেহাই দিলেন না বরং আমাদের সকলের জন্য তাঁকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিলেন। তাহলে তিনি কি পুত্রের সংগে আর সব কিছুও আমাদের দান করবেন না? আল্লাহ্ যাদের বেছে নিয়েছেন কে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করবে? আল্লাহ্ নিজেই তো তাদের নির্দোষ বলে গ্রহণ করেছেন। কে তাদের দোষী বলে স্থির করবে? যিনি মরেছিলেন এবং যাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করাও হয়েছে সেই মসীহ্ ঈসা এখন আল্লাহ্‌র ডান পাশে আছেন এবং আমাদের জন্য অনুরোধ করছেন। কাজেই এমন কি আছে যা মসীহের মহব্বত থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেবে? যন্ত্রণা? মনের কষ্ট? জুলুম? খিদে? কাপড়-চোপড়ের অভাব? বিপদ? মৃত্যু? পাক-কিতাবে লেখা আছে, তোমার জন্য সব সময় আমাদের কাউকে না কাউকে হত্যা করা হচ্ছে; জবাই করার ভেড়ার মতই লোকে আমাদের মনে করে। কিন্তু যিনি তোমাদের মহব্বত করেন তাঁর মধ্য দিয়ে এই সবের মধ্যেও আমরা সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করছি। আমি এই কথা ভাল করেই জানি, মৃত্যু বা জীবন, ফেরেশতা বা শয়তানের দূত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছু কিংবা অন্য কোন রকম শক্তি, অথবা আসমানের উপরের বা দুনিয়ার নীচের কোন কিছু, এমন কি, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র মহব্বত থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না। আল্লাহ্‌র এই মহব্বত আমাদের হযরত ঈসা মসীহের মধ্যে রয়েছে।

পৌল স্পষ্টভাবে কি ঘোষণা করছে? "প্রিয় ঈমানদার, এটা মূল্য! আপনি নিরাপদে এবং নিশ্চিন্তে, মহা আনন্দের সাথে, সেই ব্যবসা করতে পারেন যা আপনি ঈসার কাছ থেকে পাওয়ার জন্য রাখতে পারবেন না সেই চিরন্তন ধন যা আপনি হারাতে পারবেন না!"

প্রশ্ন: কেন আরিমাথিয়ার ইউসুফ, নিকোদিম এবং পৌল ঈসার সাথে নিজেদের সারিবদ্ধ করতে বেছে নিয়েছিলেন? উত্তর: এই জীবনে এবং অনন্তকাল তাদের সামনে রাখা আনন্দের জন্য।

আমরা কি সত্যিই বুঝতে পারি যে ইউসুফ এবং নিকোদিমের পছন্দ "ঈসা: মাঝখানের সলিবের ব্যক্তি"এর সাথে নিজেদের পরিচয় দেওয়ার জন্য আমাদের মানব প্রকৃতির কী কী প্রিয় জিনিসগুলিকে বিসর্জন দিতে হয়েছে? এটি তাদের প্রতিপত্তি, গর্ব, জীবনের অবস্থান, পারিবারিক সম্পর্ক, তাদের সমস্ত সম্পদ এবং অবশেষে তাদের জীবনকেও দিতে হয়েছে!

- ইউহোন্না ১৯:৩৮-৪০ এই সমস্ত ঘটনার পরে অরিমাথিয়া গ্রামের ইউসুফ ঈসার লাশটা নিয়ে যাবার জন্য পীলাতের কাছে অনুমতি চাইলেন। ইউসুফ ছিলেন ঈসার গোপন সাহাবী, কারণ তিনি ইহুদী নেতাদের ভয় করতেন। পীলাত অনুমতি দিলে পর তিনি এসে ঈসার লাশ নিয়ে গেলেন। আগে যিনি রাতের বেলায় ঈসার কাছে এসেছিলেন সেই নীকদীমও প্রায় তেত্রিশ কেজি গন্ধরস ও অগুরু মিশিয়ে নিয়ে আসলেন। পরে তাঁরা ঈসার লাশটি নিয়ে ইহুদীদের দাফন করবার নিয়ম মত সেই সমস্ত খোশবু জিনিসের সংগে লাশটি কাপড় দিয়ে জড়ালেন।

কেন এই লোকেরা চিরন্তন জিনিসের জন্য বর্তমান জিনিসের এই ব্যয়বহুল বাণিজ্য করতে ইচ্ছুক ছিল?

# প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
# তার জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

ইব্রানই ১১ আমাদের অন্য উত্তর দেয়। আমরা মুসার সেই অধ্যায়ে পড়ি।

- ইবরানী ১১:২৪-২৬ ঈমানের জন্যই মূসা বড় হবার পর চাইলেন না, কেউ তাঁকে ফেরাউনের মেয়ের ছেলে বলে ডাকে। তিনি গুনাহের অস্থায়ী আনন্দ বাদ দিয়ে আল্লাহ্‌র বান্দাদের সংগে অত্যাচার ভোগ করাই বেছে নিলেন। তিনি মিসরের ধন-সম্পত্তির চেয়ে মসীহের জন্য অপমানিত হওয়ার মূল্য অনেক বেশী মনে করলেন, কারণ তাঁর চোখ ছিল পুরস্কারের দিকে।

একইভাবে, মূসা, ইউসুফ এবং নিকোদিমের মতো, যখন আমাদের দিনের মসিহ-অনুসারীরা ঈসাকে তার নাজাতদাতা এবং প্রভু হিসাবে চিহ্নিত করে, তারা তা করে কারণ তারা নিশ্চিত যে অতিপ্রাকৃত মূল্যবান কিছু তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পত্তির অস্থায়ী মূল্যকে প্রতিস্থাপন করবে, স্বপ্ন, লক্ষ্য এবং ইচ্ছা।

এই মহান চিরন্তন সত্যটি আমাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা ঈসার দ্বারা নিখুঁতভাবে মডেল করা হয়েছিল:

- ইবরানী ১২:১-২ তাহলে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ততার সাক্ষী হিসাবে অনেক লোক আমাদের চারদিকে ভিড় করে আছে। এইজন্য এস, আমরা প্রত্যেকটি বাধা ও যে গুনাহ্‌ সহজে আমাদের জড়িয়ে ধরে তা দূরে ঠেলে দিয়ে সামনের প্রতিযোগিতার দৌড়ে ধৈর্যের সংগে দৌড়াই। আর এস, আমাদের চোখ ঈসার উপর স্থির রাখি যিনি ঈমানের ভিত্তি ও পূর্ণতা। তাঁর সামনে যে আনন্দ রাখা হয়েছিল তারই জন্য তিনি অসম্মানের দিকে না তাকিয়ে ক্রুশীয় মৃত্যু সহ্য করলেন এবং এখন আল্লাহ্‌র সিংহাসনের ডান দিকে বসে আছেন।

পৌল আরেকটি বিবৃতি নিশ্চিত করেছেন যে তিনি আনন্দের সাথে চিরন্তনের জন্য বর্তমানের ব্যবসা করেছেন।

- ২ করিন্থীয় ৪:১৪-১৮ কারণ আমরা জানি, যিনি হযরত ঈসাকে জীবিত করেছিলেন তিনি তাঁর সংগে আমাদেরও জীবিত করবেন এবং তোমাদের সংগে আমাদেরও নিজের সামনে উপস্থিত করবেন। সব কিছু তোমাদের উপকারের জন্যই হয়েছে, যেন আল্লাহ্‌র যে রহমত অনেক লোকের উপর ঢেলে দেওয়া হয়েছে সেই রহমতের জন্য অনেকেই আল্লাহ্‌কে আরও বেশী করে শুকরিয়া জানায় এবং এইভাবে আল্লাহ্‌র গৌরব হয়। এইজন্য আমরা হতাশ হই না। যদিও আমাদের বাইরের শরীর ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তবুও আমাদের ভিতরের মানুষ দিনে দিনে নতুন হয়ে উঠছে। এখন আমরা অল্পকালের জন্য যে সামান্য কষ্টভোগ করছি তার ফলে আমরা চিরকালের মহিমা লাভ করব। এই মহিমা এত বেশী যে, তা মাপা যায় না। যা দেখা যায় আমরা তার দিকে দেখছি না, বরং যা দেখা যায় না তার দিকেই দেখছি। যা দেখা যায় তা মাত্র অল্প দিনের, কিন্তু যা দেখা যায় না তা চিরদিনের।

পিতর একই চিন্তা ঘোষণা করেছেন। ঈসা মসিহের মত হয়ে ওঠার এবং তাঁর চিরন্তন নিখুঁত আনন্দে ভাগ করে নেওয়ার আনন্দ, যে কোনও অস্থায়ী পার্থিব ক্ষতির চেয়ে অনেক বেশি।

- ২ পিতর ১:৩-৪ যিনি তাঁর মহিমা ও তাঁর গুণের দ্বারা আমাদের ডেকেছেন, তাঁকে গভীর ভাবে জানবার মধ্য দিয়েই তাঁর কুদরত আমাদের এমন সব দান দিয়েছে যার দ্বারা আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ভয়পূর্ণ জীবন কাটাতে পারি। তিনি নিজের মহিমায় ও গুণে আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান ও মহান ওয়াদা করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল, মানুষের খারাপ ইচ্ছার দরুন দুনিয়াতে যে সব নোংরামি জমা হয়েছে তা থেকে তোমরা রক্ষা পেয়ে যেন আল্লাহ্‌র স্বভাবের ভাগী হও।

চুপচাপ "খরচ গণনা" করার পরে, আমাদের উদ্বোধনী বক্তব্যের সত্যতা চিনতে পেরে আপনার হৃদয় কি রোমাঞ্চিত? সমস্ত মানুষই শেষ হয়ে যাওয়া জিনিস এবং যেগুলি চিরন্তন মূল্যের জিনিসগুলির মধ্যে একটি চিরন্তন পছন্দ করার মুখোমুখি হবে।

পাক-রূহ্‌ও নিজে আমাদের দিলে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান। আমরা যদি সন্তানই হয়ে থাকি তবে আল্লাহ্‌ তাঁর সন্তানদের যা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন আমরা তা পাব। মসীহ্‌ই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তা পাবেন আর আমরাও তাঁর সংগে তা পাব, কারণ আমরা যদি মসীহের সংগে কষ্টভোগ করি তবে তাঁর সংগে মহিমারও ভাগী হব। [রোমীয় ৮:১৬-১৭]

আমার, আমার, আমার! কতটা মূর্খ আমরা "পৃথিবীবাসী" কিছু ক্ষণস্থায়ী পার্থিব আনন্দের জন্য আমাদের চিরন্তন উত্তরাধিকার বাণিজ্য করতে পারি কি?

এই মুহূর্তে এটি এমন একজনের উদাহরণ দিয়ে শেষ করা ভাল হতে পারে যিনি তার জীবন এবং তার জিনিসপত্র "নিজের জন্য রাখার" সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আহা, এই দিনে এই ধনী তরুণ শাসক কী চিরন্তন দুঃখজনক বাণিজ্য করেছিলেন।

- লূক ১৮:২১-২৪ সেই নেতা বললেন, "ছোটবেলা থেকে আমি এই সব পালন করে আসছি।" এই কথা শুনে ঈসা তাঁকে বললেন, "এখনও একটা কাজ আপনার বাকী আছে। আপনার যা কিছু আছে বিক্রি করে গরীবদের বিলিয়ে দিন, তাহলে আপনি বেহেশতে ধন পাবেন। তারপর এসে আমার উম্মত হন।" এই কথা শুনে সেই নেতা খুব দুঃখিত হলেন, কারণ তিনি খুব ধনী ছিলেন। সেই নেতার দিকে তাকিয়ে ঈসা বললেন, "ধনীদের পক্ষে আল্লাহ্‌র রাজ্যে ঢোকা কত কঠিন!

- মার্ক ৮:৩৪ এর পরে তিনি সাহাবীদের আর অন্য লোকদের তাঁর কাছে ডেকে বললেন, “যদি কেউ আমার পথে আসতে চায় তবে সে নিজের ইচ্ছামত না চলুক; নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে সে আমার পিছনে আসুক।

মৃত্যু আমাদের থেকে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত কী আমাদের হাতে আটকে রাখতে হবে তা বেছে নেওয়ার জন্য আমাদের একটি "স্বাধীন-ইচ্ছা" রয়েছে। আমরা সব সময়ে প্রতিদিন ট্রেড করা হয়। আমরা হয় মসিহের ঐশ্বরিক ইচ্ছার জন্য আমাদের "মানুষের ইচ্ছা" বাণিজ্য করতে পারি এবং চিরন্তন ধন পেতে পারি, অথবা আমরা আমাদের জীবনের উপর মসিহের দাবি প্রত্যাখ্যান করার জন্য একটি দুঃখজনক সিদ্ধান্ত নিতে পারি এবং নতুনের পুনর্জন্মের মধ্যে অবশ্যই যা পুড়িয়ে ফেলা হবে তা ধরে রাখার চেষ্টা করতে পারি।

আপনাকে আজ কি ব্যবসা করতে হবে?

প্রত্যেককে সময়, ধন এবং প্রতিভা সহ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবন দেওয়া হয়। আমাদের সমস্ত অনন্ত আনন্দ ঈসা মসিহকে বিশ্বাস করা বা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমাদের পছন্দের উপর নির্ভর করে। ঈসা স্পষ্টভাবে এবং অবশেষে এই সত্যের সরলতা ঘোষণা করেছেন: এটি সব বা কিছুই নয়! -ইউহোন্না ১৪:৬ ঈসা থোমাকে বললেন, “আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।

ঈসার প্রতি একজনের ঈমান বা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা আমাদের "ফল" দ্বারা প্রমাণিত হবে। একজনের ফল নির্ধারণ করা হয় ঈসার বিষয়ে কোনটি সত্য বলে বিশ্বাস করে, যিনি আমাদের জীবন এবং আমাদের সমস্ত সম্পত্তির মালিক।

আপনি কি ঈসাকে ফিরিয়ে দেবেন, আপনার সৃষ্টিকর্তা এবং আপনার জীবনের সঠিক মালিক হিসাবে, যা তিনি উদারভাবে আপনার হাতে রেখেছেন? ঈসা আমাদের হাতে জীবন এবং সম্পদ রেখেছেন শুধুমাত্র একটি চোখের পলকের জন্য। এই পছন্দ সিল যেখানে আমরা সব অনন্তকাল ব্যয় হবে।

আমরা সবাই যেন ইউশার সাথে একমত হতে পারি: - কিন্তু মাবুদের এবাদত করতে যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তবে যার এবাদত তোমরা করবে তা আজই ঠিক করে নাও। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ফোরাত নদীর ওপারে থাকতে যে সব দেব-দেবীর পূজা করতেন তাদের এবাদত করবে, না কি যাদের দেশে তোমরা বাস করছ সেই আমোরীয়দের দেব-দেবীদের এবাদত করবে? তবে আমি ও আমার পরিবারের সবাই মাবুদের এবাদত করব।” [ইউসা ২৪:১৫] এটি নির্ধারণ করে যে আমরা অনন্তকাল কোথায় কাটাব।

উপসংহারে: মসিহের জন্য আমাদের ইচ্ছা এবং পথ ত্যাগ করা, অবশ্যই আমাদের পরিবর্তন করবে:

- ২ করিন্থীয় ৫:১৭ যদি কেউ মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে থাকে তবে সে নতুনভাবে সৃষ্ট হল। তার পুরানো সব কিছু মুছে গিয়ে সব নতুন হয়ে উঠেছে।

---

আমরা আপনার প্রশ্ন পেতে চাই। আপনার প্রশ্নগুলি ইংরেজিতে WasItForMeRom832@gmail.com এবং বাংলায় write2stm@gmail.com এই ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

মসীহে আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)